দৈনিক বাংলা

6

16 MAY 1993

ইপিআই কার্যক্রমে সাফল্যের প্রশংসা

ইউনিসেফ বাংলাদেশে ১২ কোটি ডলারের কর্মসূচী নিয়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ সহযোগিতা কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯৩–৯৫ সালের মধ্যে ১২ কোটি ডলার ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে ইউনিসেফের ওপর নির্বাহী বোর্ডের এক সভায় এই কর্মসূচী অনুমোদন করা হয়।

এ কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্য পুষ্টি খাতে শতকরা ৩৩ ভাগ, শিক্ষা খাতে শতকরা ২৫ ভাগ, পানি ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য রক্ষা শতকরা ২০ ভাগ ও বাকী অংশ অন্যান্য মানব সেবা খাতে ব্যয় করা হবে।

সোমবার স্থানীয় হোটেল সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশে জাতিসংঘ শিশু কল্যাণ তহবিলের স্থানীয় প্রতিনিধি মিঃ রল্ফ সি. ক্যারিয়ার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মোকাম্মেল হক ও স্থানীয় উপদেষ্টা মঞ্জুরুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পর্যায়ে এসব ক্ষেত্রে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তাকে সহায়তা ও সহযোগিতা দেওয়াই ইউনিসেফের মূল লক্ষ্য। এই কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে শিশুর জন্মের পর মৃত্যু হার প্রতি এক হাজারে ১১০ থেকে ৮০-তে কমিয়ে আনা, পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৮৪ থেকে ১৩৫-এ হ্রাস করা, শিশু জন্মের পর প্রসূতির মৃত্যুর হার প্রতি এক লাখে ৬০০ থেকে ৪৭০-এ হ্রাস করা, আইওডিনের স্বল্পতার দরুন বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি হার কমানো, সবার জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, শতকরা ৩৫ ভাগ লোকের সেনিটেশনের সুযোগ ও ব্যবস্থা, শতকরা ৮৫ ভাগ ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষার তালিকাভুক্তিসহ এর শতকরা ৪৫ ভাগের শিক্ষা নিশ্চিত করা ও (১৫–৩৫) প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার হার ৪০-এ উন্নীত করাই কর্মসূচীর লক্ষ্য। এর মধ্যে মহিলাদের শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে মিঃ ক্যারিয়ার জানান।

বোর্ডের সাম্প্রতিক সভায় বাংলাদেশে ইপিআই কর্মসূচী, গর্ভনিরোধক ব্যবহার, সুপেয় পানি সরবরাহ ও প্রগতিশীল ওষুধ-নীতির সাফল্যের প্রশংসা করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশে উৎপাদিত সব লবণেই আইওডিনযুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

জাতিসংঘ অনুমোদিত শিশুর অধিকার রক্ষার সনদের প্রতি বাংলাদেশে উচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও তা রক্ষায় আন্তরিকতার প্রমাণ রয়েছে বলে ইউনিসেফ মনে করে।

এ কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্যই শিশু ও মহিলাদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি একই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিশু ও মাতৃকল্যাণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য শুভ সূচনা করতে পেরেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সাফল্য উন্নত বিশ্বেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'হারকিন বিলের শিশু শ্রম' প্রসঙ্গ নিয়ে বেশী হৈচৈ না করার অনুরোধ জানান। কারণ বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে শিশু শ্রমিকের হার ৫০ হাজারের বেশী নয়।

পরিকল্পনা কমিশনার সদস্য মোকাম্মেল হক বলেন, এতদিন পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সর্বোচ্চ শতকরা ১৪ ভাগ মাত্র সামাজিক খাতে ব্যয়ে হতো। আগামী ৯৫ সালের মধ্যে এইবার শতকরা ৯৫-এ উন্নীত করা হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ক্যারিয়ার বলেন, পল্লী অঞ্চলের শিশু ও মহিলা ছাড়াও একই সময়কালে দেশের চারটি বড় শহরসহ ২৫টি জেলা শহরে বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে সাড়ে ৩২ লাখ ডলার। বাংলাদেশে সমস্যা ব্যাপক ও সার্বিক এবং এসব কিছুর মধ্যেও বস্তিবাসীর উন্নতির জন্য সরকার প্রথমবারের মত 'বস্তিবাসী সেল' গঠন করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতে বাংলাদেশে শিশুদের উপর একটি ২২ মিনিটের প্রামান্য চিত্র দেখানো হয়েছে।